بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আল আসমা উল হুসনা

দয়াময় আল্লাহ ﷻ এর সুন্দরতম নিরানব্বই নাম দিয়ে
সাজানো জুমু'আর খুতবা

প্রথম খণ্ড

লেখক

আবু আমনুন সায়্যিদ

ইলাননূর পাবলিকেশন

আল আসমা উল হুসনা

দয়াময় আল্লাহ ﷻ এর সুন্দরতম নিরানব্বই নাম দিয়ে সাজানো জুমু'আর খুতবা

প্রথম খণ্ড

লেখক: আবু আমনুন সায়্যিদ

সর্বস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ISBN: 978-984-99357-8-0

মূল্য: ৮৫০ টাকা মাত্র।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট-মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

সকলের সহযোগীতা একান্তভাবে কাম্য।

ilannoor publication

দোকান নং ১২০, ৩৭ গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার , ঢাকা।

HOTLINE +৮৮০ ১৪০৭ ০৭০ ২৬৬-৬৯ | info.ilannoor@gmail.com

www.ilannoor.com; Fb:ilannoor.bd

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ—"আল আসমা উল হুসনা (খণ্ড ১), দয়াময় আল্লাহ جل جلاله-এর সুন্দরতম নামসমূহ দিয়ে সাজানো জুম'আ খুতবা" গ্রন্থটি ইলাননূর পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে সম্মানিত পাঠকসমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের মূল লক্ষ্য হলো—আল্লাহ جل جلاله-এর মহান নামসমূহ (আসমা উল হুসনা)কে কেন্দ্র করে জুমু'আর খুতবাকে অর্থবহ, হৃদয়স্পর্শী এবং শিক্ষণীয় করে তোলা; যেন খুতবার মাধ্যমে মুসল্লিগণ আল্লাহর পরিচয়, গুণাবলি ও তাঁর প্রতি ঈমান-ভিত্তিক সম্পর্ককে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারেন। বইটিতে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের তাৎপর্য, সেগুলোর সঠিক উপলব্ধি, এবং খুতবা-প্রসঙ্গে বাস্তব জীবনে এর প্রভাব—এসবকে সামনে রেখে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা সংকলিত হয়েছে। ইন শা আল্লাহ তা ঈমান, ইলম ও আত্মশুদ্ধির পথে একটি উপকারী সহায়ক হবে।

আসমাউল হুসনা কেবল নামের তালিকা নয়; প্রতিটি নাম আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও রহমতের গভীর পরিচয় বহন করে। আল-কুরআন ও সহীহ হাদিসে বর্ণিত এসব মহান নাম অন্তরে তাওহীদের আলো জ্বালায়, তাকওয়া বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে।

এই গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—প্রতিটি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদিস এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে পাঠক ও খতিবগণ শুধু নামের অর্থই নয়; বরং তার দলিল, প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন। কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক দলিলসমৃদ্ধ আলোচনার কারণে বইটি অধিক গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হয়েছে।

প্রতিটি নামের অর্থ, তাৎপর্য এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য দিকগুলো জুম'আর খুতবার উপযোগী ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে—যাতে খতিবগণ সহজে বিষয়টি গ্রহণ করে খুতবায় ব্যবহার করতে পারেন, এবং সাধারণ মুসল্লিরাও আল্লাহর পরিচয়ের মহিমা হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন।

পাঠক যখন একে একে আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন—আর-রহমান, আর-রহীম, আল-মালিক, আল-কুদ্দূসসহ ধারাবাহিকভাবে উল্লিখিত নামসমূহ—তখন তিনি উপলব্ধি করবেন, কীভাবে প্রতিটি নাম আমাদের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক আচরণে প্রভাব ফেলে। আল্লাহর নামসমূহ কেবল উচ্চারণের জন্য নয়; বরং তা জানার, বোঝার এবং জীবনে প্রতিফলিত করার জন্য।

আমরা বিশ্বাস করি, এই গ্রন্থটি মসজিদের মিম্বার থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত অধ্যয়ন পর্যন্ত সর্বত্র সমানভাবে উপকার বয়ে আনবে। এটি খুতবার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হওয়ার পাশাপাশি ঈমানী চেতনা জাগ্রত করার একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে—ইনশাআল্লাহ।

লেখকের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি গভীর অধ্যয়ন, কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। বই আকারে রূপদানের জন্য প্রুফ রিডিং করেছেন জাকারিয়া কাউসার, পৃষ্ঠা সজ্জা শেখ নাসিম উদ্দিন। আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের এ খিদমত কবুল করেন এবং এটিকে সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে গ্রহণ করেন—আমিন।

সুপ্রিয় পাঠক, আমরা আপনাদের আহ্বান জানাই—উন্মুক্ত হৃদয় ও মন নিয়ে আল্লাহর এই পবিত্র নামসমূহের আলোকে নিজেকে আলোকিত করার এ যাত্রায় শামিল হোন। আসমাউল হুসনার গভীর অর্থ ও তাৎপর্য আপনার ঈমানকে দৃঢ় করুক, অন্তরকে প্রশান্ত করুক এবং জীবনকে আল্লাহমুখী করে তুলুক—আমিন।

শুভ কামনায়,
এ কে এম আহ্সান হাবিব
ইলাননূর পাবলিকেশন

সূচিপত্র

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার পরিচয়..... ২০
Knowing Allah, the Most High

আর-রাহমান—পরম করুনাময় ৬৯
AR-RAHMAAN—The Most Beneficent

আর-রাহিম—অতিশয় মেহেরবান..... ৮২
AR-RAHIM—The Most Merciful

আল-মালিক—সার্বভৌম প্রভু..... ৯৮
AL-MALIK—The Sovereign Lord

আল-কুদ্দুস—একমাত্র পবিত্র সত্ত্বা..... ১১৪
AL-QUDDUS—The Holy One

আস-সালাম–একমাত্র শান্তিময় সত্ত্বা ১২৬
AS-SALAM—The Only Source of Peace

আল-মু'মিন–একমাত্র সত্ত্বা যিনি ঈমান প্রবিষ্ট করেন..... ১৪৪
AL-MU'MIN—The Infuser of Faith

আল-মুহাইমিন–একমাত্র সত্ত্বা যিনি সুরক্ষাকারী.....১৫৯
AL-MUHAIMIN—The Protector

আল-আযীয—মহাপরাক্রমশালী ১৭৬
AL-AZEEZ—The Almighty; The Victorious

আল-জাব্বার–একমাত্র সত্ত্বা যিনি বাধ্য করেন ১৯১
AL-JABBAR—The Compeller

আল-মুতাকাব্বির—সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত, অহংকারী.....২০৩
AL-MUTAKABBIR—The Haughty, the Majestic, The Imperious

আল-খালিক—সৃষ্টিকর্তা ২১১
AL-KHALIQ—The Creator, The Maker

আল-বারী—উদ্ভাবক ২২০
AL-BARI—The Originator

আল মুসাওউইর—নিখুঁত রূপকার ২২৯
AL-MUSAWWIR—The Flawless Shaper

আল-গাফফার—পরম ক্ষমাশীল ২৩৭
AL-GAFFAR—The Greatest Forgiver

আল-কাহহার—মহাপ্রতাপশালী, দমনকারী ২৪৯
AL-QAHHAR—The Irresistable Subduer

আল-ওয়াহহাব—সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা, অনুগ্রহভরে বারবার দানকারী..... ২৫৯
AL-WAHHAB—The Constant Bestower of Gifts

আর-রাযযাক—রিযিক দাতা ২৭০
AR-RAZZAQ—The Provider, The Sustainer

আল-ফাত্তাহ—বিজয়দানকারী, শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, প্রারম্ভকারী..... ২৮৪
AL-FATTAH—The One who Opens for His Slaves the Closed Worldly and Religious Matters, The Opener

আল-আলীম সর্বজ্ঞ মহা জ্ঞানী ২৯৭
AL-'ALIM—The All-Knowing One

আল-ক্বাবিদ—নিয়ন্ত্রণকারী, সরল পথ প্রদর্শনকারী ৩১০
AL-QABID—The Withholder, The Restrainer, The Constrictor

আল-বাসিত—পরম প্রশস্তকারী ৩২২
AL-BASIT—The Expander

আল-খাফিদ—অবনতকারী ৩৩২
AL-KHAFID—The Abaser, The Humbler

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ ﷻ'র জন্য এককভাবে সুনির্ধারিত। প্রশংসিত সে সুমহান সত্তা যিনি কোন প্রশংসাকারীর প্রশংসা করার আগে থেকেই প্রশংসিত![১]

আল আসমা উল হুসনা বা আল্লাহ ﷻ এর সুন্দরতম নামসমূহের সংখ্যা আসলে কত এবং সে নামসমূহ শেখা, বুঝা এবং ইবাদাত করা বলতে সহীহ আকীদা অনুযায়ী আমাদের করণীয়।

ইমাম বুখারি (২৭৩৬) এবং ইমাম মুসলিম (২৬৭৭) رحمهم الله ,আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন: "আল্লাহ'র নিরানব্বইটা নাম রয়েছে, একশত থেকে এক কম। যে ব্যক্তি মন দিয়ে এগুলো শিখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল-উসাইমিন ﷺ বলেন: এগুলোকে হৃদয় দিয়ে শেখার অর্থ এই নয় যে সেগুলোকে কাগজের টুকরোতে লিখে তারপর মুখস্থ না করা পর্যন্ত সেগুলো পুনরাবৃত্তি করা। বরং এর অর্থ হলো, প্রথমত: নামগুলি কীভাবে উচ্চারণ করতে হয় তা শেখা। দ্বিতীয়ত: তাদের অর্থ বোঝা। তৃতীয়ত: আল্লাহর ইবাদত করা যা সে নামগুলি নির্দেশ করে, যার মধ্যে দুটি বিষয় জড়িত: (১) তাদের দ্বারা আল্লাহকে ডাকা, কারণ তিনি বলেন, (অর্থের ব্যাখ্যা) "সুতরাং তাদের দ্বারা তাঁকে ডাক" [আল-আরাফ: ১৮০] যাতে তারা [সে নামগুলি] হতে পারে আপনি যা চান তা অর্জনের একটি উপায়, তাই এমন একটি নাম চয়ন করুন যা আপনি যা চান তার উপযুক্ত। যেমন ক্ষমা চাওয়ার সময় বলুন: হে পরম ক্ষমাশীল (ইয়া গাফুর), আমাকে ক্ষমা কর। এটা বলা সঙ্গত নয়: হে আপনি, যিনি শাস্তিতে কঠোর (ইয়া শাদিদুল ঈকাব), আমাকে ক্ষমা কর; বরং তা উপহাসের সমান। আপনার যা বলা উচিত তা হলো: হে আল্লাহ আপনি আমাকে আপনার শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। (২) আপনার ইবাদাতে উপাসনাতে আপনার যা করা উচিত তা এই নামগুলির ভিতরে নিহিত। আর রাহমান, (হে পরম করুণাময়), আর রাহিম (ওগো দয়াময়) ইত্যাদি নামে ডাকুন,

১ প্রিয় পাঠিকা এবং পাঠক! আপনাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছিঃ এই বই পড়ার সময় বা যে কোন সময় আল্লাহ'র নাম নিজে পড়লে বা কাউকে পড়তে শুনলে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ এর নাম উচ্চারিত হলে আমরা যেন সঠিক আদব অনুসরণ করি! অর্থাৎ আল্লাহ বললে বা পড়লে তাঁর সাথে عزّوجل বা سبحانه وتعالى বা ﷻ বলি। একইভাবে প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মাদ এর নাম শুনামাত্রই যেন صلى الله عليه وسلم পড়ি। Dear readers! We draw your kind attention: While reading this book or at any time when we recite the name of Allah ourselves or hear someone recite it and the name of the greatest and the last Prophet Muhammad is mentioned, we should follow the correct manners! That is, when the word Allah is mentioned, we should say عزّوجل or سبحانه وتعالى or ﷻ along with the word Allah. Similarly, we should recite صلى الله عليه وسلم as soon as we hear the name of our beloved Prophet Muhammad.

এমন সৎ কাজ করুন যা আল্লাহর রহমত বরকত আনবে। মনেপ্রাণে তাদের শেখার অর্থ এটাই; যদি এটা এভাবে করা হয়, তাহলে এটা জান্নাতে প্রবেশের মূল্য হওয়ার যোগ্য।[২]

একজন মুসলিম বা মুসলিমা হিসাবে আল আসমা উল হুসনা এর উপর তেমন বিশ্বাস রাখা যেমনটি আল্লাহ'র রাসূল ﷺ তাঁর উম্মাহকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যার মধ্যে প্রধানতম হলো:

আল্লাহ ﷻ কে সঠিকভাবে চেনা ও তাঁর স্বরূপ বোঝা – প্রতিটি মোবারক নামই আল্লাহ ﷻ'র প্রকৃতি ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলাদা জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে যা শুধুই তাঁর নিজের সাথে তুলনীয়!

ঈমান মজবুত করা – আল্লাহ ﷻ, তাবারাকা ওয়া তা'লা কে চেনা ও বুঝার দ্বারা তাঁর প্রতি না দেখা মা'বুদের উপর বিশ্বাসকে অধিকতর শক্তিশালী করে।

চারিত্রিক গুণাবলীকে বিকশিত করা – আল্লাহর নামের প্রতি গভীর চিন্তা করা স্বীয় চারিত্রিক গুণাবলীকে বিকশিত করে।

আল্লাহ' আযযা ওয়া জাল এর নৈকট্য লাভ – আল্লাহ ﷻ'র নাম সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা-গবেষণা করা মানুষকে তাঁর নিকটবর্তী করে।

একজন ভালো মুসলিম হওয়া – আল্লাহ ﷻ'র নাম সমূহ মানুষকে ভালো মানুষ তথা ভালো মুসলিম হওয়ার সরল পথ দেখায়।

সহীহ আকীদা ভিত্তিক জ্ঞান হল, আল্লাহ ﷻ, সুবহানাহু ওয়া তা'লা'র নামগুলো কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা তাদের মধ্যে কয়েকটি জানি এবং বাকিগুলি জানি না। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ এর হাদিস দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, যিনি বলেছেন: "আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, যখন সে দুঃখ - কষ্টে পতিত হয়, তখন বলে,

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي،

২ মাজমু ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল ইবনে উসাইমীন, ১১/৭৪১।

وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا.

[হে আল্লাহ, আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার সন্তান এবং তোমার দাসীর সন্তান, আমার অগ্রভাগ তোমার হাতে। আমার উপর তোমার আদেশ চিরকাল কার্যকর এবং আমার উপর তোমার আদেশ ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার কাছে এমন প্রতিটি নামের দ্বারা চাই যা দিয়ে তুমি নিজের নাম রেখেছ, অথবা তুমি তোমার কোন সৃষ্টিকে শিক্ষা দিয়েছ, অথবা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞানে সংরক্ষণ করেছ যে, তুমি কুর'আনকে আমার হৃদয়ের জীবন এবং আমার বুকের আলো এবং আমার দুঃখের বিদায় এবং আমার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ বানিয়ে দাও]

তবে আল্লাহ তার দুঃখ ও কষ্ট দূর করবেন এবং পরিবর্তে তাকে আনন্দ দেবেন, কিন্তু আল্লাহ ﷻ তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন এবং তাকে অবারিত আনন্দ দেবেন[৩] আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণিত উপরের হাদিস এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বর্ণিত এই হাদিস, এতদুভয়কে কিভাবে সমন্বয় করা বা বুঝা যেতে পারে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নে আলোচনা করা হবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ ﷻ'র সকল নামই "হুসনা" [সবচেয়ে সুন্দর]! আল-হুসনার অর্থ হল পরম সৌন্দর্য, এবং প্রতিটি নামের মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণতার গুণ। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

"আর আল্লাহ'র জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, সত্ত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।" [আল-আরাফ ৭:১৮০]

'আব্দুর রহমান ইবনে নাসির ইবনে সা'দী ﷺ বলেছেন, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কুর'আনে আল্লাহ ﷻ এর অনেক নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন তাদের বিস্তারিত অর্থ বুঝা, তাই আমরা বলিঃ অনেক আয়াতে রব (প্রভু, লালন-পালনকারী) নামটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। রব হলেন সে সুমহান সত্তা যিনি তাঁর সমস্ত বান্দাদের বিষয়গুলি পরিচালনা করেন এবং প্রতিমুহূর্তে বিভিন্ন ধরণের কল্যাণ - আশীর্বাদ দানের মাধ্যমে তাদের পরিচালনা করেন। আরও সুনির্দিষ্ট অর্থে, তিনি তাঁর ﷻ এর ওয়ালি/বন্ধুদের (নিবেদিত দাসদের) হৃদয়, আত্মা

৩ ইমাম আহমদ ﷺ দ্বারা বর্ণিত ৩৫৮২; (আস-সিলসিলাহ আস-সহিহা, ১৯৯ - এ আল-আলবানী ﷺ কর্তৃক সহীহ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ)।

এবং দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কার এবং সরল - সোজা করে তাদের যত্ন নেন এবং পরিচালনা করেন। এই কারণে, তাঁর কাছে, আল্লাহ ﷻ এর কাছে তারা, তাঁর এই বান্দারা অনেক দু'আ বা প্রার্থনা এই মহিমান্বিত নাম সমূহ থেকে সুনির্দিষ্ট নামটি উল্লেখ করে ডাকে, সম্বোধন করে, কারণ তারা তাঁর কাছে তাদের খুব প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট ধরণের সাহায্যের জন্য আর্জি পেশ করছে।

কিছু আলেম যেমন ইবন হাযম ﵀ আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত হাদিসটির অর্থ বুঝতে পেরেছেন যে আল্লাহ ﷻ-এর নাম এই সংখ্যার তথা ৯৯ টির মধ্যে সীমাবদ্ধ। (আল-মুহাল্লা, ১/৫১)। কিন্তু ইবনে হাযম ﵀ যা বলেছেন তা অধিকাংশ আলেমদের দ্বারা সমর্থিত নয়। বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন ইমাম নববী ﵀ বর্ণনা করেছেন যে, আলেমগণ একমত যে আল্লাহর নাম এই সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মনে হয় তারা ইবনে হাযমের এই ক্ষেত্রে দেয়া দৃষ্টিভঙ্গিকে এমন কিছু বলে মনে করেছেন যার প্রতি কোন মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। আল্লাহ ﷻ এর সুন্দর নামগুলি এই সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এমন দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে, তারা উপরে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে ইমাম আহমদ ﵀ (৩৫৮২) সংকলিত হাদিস উপস্থাপন করেছেন। তাদের মতে, "অথবা তোমার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞানে সংরক্ষণ করেছো" এই বাক্যাংশটি নির্দেশ করে যে আল্লাহ' ﷻ র এমন সুন্দর নাম রয়েছে যা তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানে তাঁর কাছে রেখেছেন এবং যা তাঁর সৃষ্টির কেউ জানে না। এটি নির্দেশ করে যে আল্লাহ' ﷻ এর নিরানব্বইটিরও বেশি নাম রয়েছে।

শাইখ আল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ মাজমু আল-ফাতাওয়াতে (৬/৩৭৪) এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন: "এটি নির্দেশ করে যে আল্লাহর নিরানব্বইটিরও বেশি নাম রয়েছে।" এবং তিনি বলেন (২২/৪৮২) আল-খাত্তাবি বলেছেন: "এটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁর আরও নাম রয়েছে, যা তিনি তাঁর কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন। এটি আরও নির্দেশ করে যে, "আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে কেউ সেগুলি শিখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" এর অর্থ হল তাঁর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যা যে কেউ সেগুলি শিখবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ব্যাপারটি এটা বলার মত যে, "আমার কাছে এক হাজার দিরহাম আছে, যা আমি দানের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি, যদিও দাতার সম্পদ তার চেয়েও বেশি হয়। আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে সাধারণভাবে তাঁর নাম ধরে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেননি যে তাঁর মাত্র নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। ইমাম নববী ﵀ শারহ সহীহ মুসলিমে বলেছেন যে, আলেমগণ এতে সর্বসম্মতভাবে একমত হয়েছেন এবং তিনি বলেছেন: "পণ্ডিতগণ সর্বসম্মতিক্রমে একমত যে, এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর

মাত্র নিরানব্বইটি নাম রয়েছে বা এই নিরানব্বইটি ছাড়া তাঁর অন্য কোনো নাম নেই। বরং হাদিসের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি এই নিরানব্বইটি নাম শিখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মোদ্দা কথা হল, যে কেউ এগুলো শিখে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে, এমন নয় যে সংখ্যাটি এই নিরানব্বইটি নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ।"

শাইখ ইবনে উসাইমিন ﵀ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবং তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "আল্লাহর নামগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রমাণ সহীহ হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বানী: "হে আল্লাহ, আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার সন্তান... আমি তোমার কাছে তোমার প্রত্যেকটি নামের দ্বারা চাই, যা তুমি নিজের নাম রেখেছো, বা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছো, অথবা তোমার সৃষ্টির কাউকে শিক্ষা দিয়েছ, অথবা তুমি তোমার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞানে সংরক্ষণ করেছ।" আল্লাহ ﷻ তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞানে যা সংরক্ষণ করেছেন, তা জানা যায় না, এবং যা জানা যায় না, তা সীমাহীন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী সম্পর্কে, "আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, একশত থেকে এক কম। যে ব্যক্তি এগুলো শিখবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" এর অর্থ এই নয় যে এগুলো ছাড়া তাঁর আর কোনো নাম নেই, বরং এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর এই নিরানব্বইটি নাম শিখবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি এমন যে, যখন আরবরা বলে: "আমার কাছে একশত ঘোড়া আছে, যা আমি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করেছি" যার অর্থ এই নয় যে, বক্তার কাছে এই একশটি ঘোড়া রয়েছে, বরং এই একশটি জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। (মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন, ১/১২২)। আরও জানতে, দয়া করে এই বিভাগটি দেখুন: আল্লাহর নাম ও গুণাবলী।[৪]

জুম'আ বার (শুক্রবার) কেন গুরুত্বপূর্ণ? জুমু'আর সালাতের ফজিলত কি? জুমু'আর নামাজের জন্য ন্যূনতম মুসল্লীর সংখ্যা

আল্লাহ ﷻ জুম'আ বারকে (শুক্রবার) তাঁর সামনে শ্রেষ্ঠ দিন হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং তিনি এ দিনটিকে প্রধান ঘটনা ও চমৎকার গুণাবলীর জন্য বেছে নিয়েছেন। যে কারণে মুসলমানরা এই দিনটিকে শ্রদ্ধা করতে এবং এটিকে তাদের 'ঈদ বা উৎসব' হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য যেখানে আল্লাহ ﷻ এমন আচার-অনুষ্ঠান নির্ধারণ করেছেন যা তিনি অন্য দিনের জন্য নির্ধারিত করেননি। অধিকন্তু, এই মহান দিনের বরকতের মাধ্যমে জুমু'আর সালাতেরও একটি বিশেষ ফজিলত এবং মহৎ গুণ রয়েছে।

৪ https://islamqa.info/en/categories/topics/১৮/names-and-attributes-of-allah

ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেছেন: "জুমু'আর সালাতকে অন্যান্য সকল ফরয সালাতের মধ্যে থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য আলাদা করা হয়েছে। যেমন: এই সালাতটি জামাতে আদায় করা বাধ্যতামূলক। জুম'আ সালাত বৈধ হওয়ার জন্য ন্যূনতম সংখ্যক মুসল্লি/নামাজীর প্রয়োজন। ইকামাহ এই সালাতের বৈধ হওয়ার অপর একটি শর্ত। মুসাফীরের জন্য এই সালাত ওয়াজিব/ফরজ নয়, এবং এই সালাতে তেলাওয়াত উচ্চস্বরে করা হয়। [এই সালাতে খুতবা শুনা ওয়াজিব]।[৫] এই সালাতের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যার মত 'আসরের সালাত ছাড়া অন্য কোন সালাতের জন্য উল্লেখ করা হয়নি। চারটি সুনানে, আবুল-জাদ আদ-দুমারী ﵁ এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি তিনটি জুম'আ গাফিলতির কারণে মিস করে আদায় করেনা, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেবেন। (যাদ আল মা'আদ, ১/৩৮৪-৩৮৫)।

নবীর ﷺ সুন্নাহ অনুযায়ী জুমু'আর সালাতে একত্রিত হবার আগে মুমিনদেরকে গোসল করতে এবং সুগন্ধি (শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য) মাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে। সালাতে তাড়াতাড়ি আসার জন্যও জোরালোভাবে তাগিদ করা হয়। সালাতে হেঁটে আসারও অনেক সওয়াব বলা হয়েছে। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, সাঈদ ইবনে মানসুর নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুজাম্মির থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমর ইবন আল-খাত্তাব ﵁ এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, মদীনার মসজিদটিকে প্রতি জুম'আ দিবসের মধ্যাহ্নে ধূপ দিয়ে সুগন্ধি করা হবে। (যাদ আল মা'আদ, ১/৩৭০)।

জুমা'আর সালাতকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করার প্রধান কারণ হল আল্লাহ ﷻ-এর আদেশ যা জুমু'আর সালাত এবং জুমু'আর এই দিনটিকে বিশেষ ফজিলতের জন্য পৃথক করেছে। এটি আল্লাহ ﷻ এর প্রভুত্বের (রুবুবিয়্যাহ) প্রকাশের মধ্যে একটি, কারণ তিনি একাই, তাঁর সৃষ্টির যাকে ইচ্ছা এবং যে সময় ও স্থানে ইচ্ছা তাকেই বিশেষত্বের জন্য বেছে নেন। তিনি এমন এক সুমহান সত্তা যিনি যা ইচ্ছা তাই করেন এই কারণে যে তিনি আপন মহিমায় মহিমান্বিত। পবিত্রতা, ক্ষমতা এবং শক্তিতে অত্যন্ত সুউচ্চ সিংহাসনের মালিক, যিনি সবকিছু জানেন।

ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন:

"আল্লাহ ﷻ, একমাত্র তিনিই যিনি সৃষ্টি করার এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে থেকে বেছে নেওয়ার একক ক্ষমতা রাখেন। মহান আল্লাহ বলেন: তোমার রাব্ব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোন ক্ষমতা নেই, আল্লাহ পবিত্র মহান, এবং তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে।" [সূরা আল-কাসাস: ৬৮।]

৫ ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ 'র মূল লিখায় নেই বলে ব্রাকেটে লেখক যোগ করেছেন।

আপনি যদি সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করেন, আপনি বুঝতে পারবেন যে, এই নির্বাচন এককভাবে তাঁর প্রভুত্ব এবং একত্বের প্রমাণ। তাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞান এবং শক্তির পরিপূর্ণতা, যে তিনিই আল্লাহ ﷻ, যাঁকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, এবং তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি যেমন সৃষ্টি করতে চান ঠিক তেমন সৃষ্টি করতে পারেন, বা তিনি যেমন পছন্দ করেন তেমন বাছাই করতে পারেন, বা তিনি যেমন নিয়ন্ত্রণ করতে চান তেমনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এই সৃষ্টি, পছন্দ, নিয়ন্ত্রণ, মনোনয়ন এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান, যার প্রভাব এই পৃথিবীতে স্পষ্ট, তা হল তাঁর প্রভুত্বের নিরংকুশ নিদর্শন এবং তাঁর একত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য, তাঁর গুণাবলীর পরিপূর্ণতা এবং তাঁর রসূলগণের সত্যতা।" [যাদ আল মা'আদ, ১/৪০-৪৩]।

ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ আরও বলেছেন, পছন্দনীয় ব্যক্তি এবং বস্তুর এই মনোনয়ন তথা নির্বাচিত জিনিসটি তার অন্তর্নিহিত গুণের পরিচায়ক, যার জন্য আল্লাহ এই ব্যক্তি, বস্তু বা সময়কে কল্যাণময় করেছেন। আল্লাহ ﷻ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা, একটি নির্দিষ্ট স্থান, সময় বা ব্যক্তিকে এমন বিশেষ কিছু দান করতে পারেন যা তাকে আল্লাহ ﷻ-এর মনোনীত হতে এবং অন্যদের উপরে প্রাধিকার পেতে অনুগৃহীত করে।

আল্লাহ ﷻ জুমু'আর এই মহান দিনের সালাত সহ সমস্ত বৈশিষ্ট্য, রহমত, বরকত তাঁর বান্দাদের উপহার দিয়েছেন। তিনি তাঁর ইচ্ছায় হুকুমে এই দিনটিকে এভাবেই বেছে নিয়েছেন এবং তাঁর অনুগ্রহের জন্য দিনটিকে অন্যান্য দিন থেকে আলাদা করেছেন। আর এই কারণেই জুমু'আর দিন দুনিয়া ও আখেরাতে এত গুরুত্ব পেয়েছে।

জুমু'আর সালাতের ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে জামাতে নামাজ পড়ার জন্য সর্বনিম্ন কত লোকের প্রয়োজন? কেউ কেউ বলেন যে ন্যূনতম ৪০ জনের প্রয়োজন। অপর অনেকে বলেছেন ২জন। এই প্রশ্নটির সঠিক জবাব প্রদান ও সন্দেহ দূর করতে হক্কানী আলেমগণ [ফতোয়া প্রদানের স্থায়ী কমিটি] বলেন:

জুমু'আর সালাত বৈধ হওয়ার জন্য কতজন পুরুষের প্রয়োজন? এ প্রশ্নটির জবাবে কেউ কেউ বলেন যে, চল্লিশের কম পুরুষের উপস্থিতিতে জুমু'আর সালাত বৈধ নয় এবং এর চেয়ে একজন কম হলে যোহরের সালাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে ফতোয়া প্রদানের স্থায়ী কমিটির উত্তর হলো: "মুসলিমদের জন্য জুমু'আর দিনে তাদের গ্রামে জুমু'আর নামাজ আদায় করা ওয়াজিব, এবং সেখানে জুমু'আর নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য জামাত হওয়া আবশ্যক।

তবে জামাতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার প্রয়োজন হবার কোন দালিলিক প্রমাণ নেই। সালাত সহীহ হওয়ার জন্য তিন বা ততোধিক লোক থাকাই যথেষ্ট। হক্কানী আলেমদের মতানুযায়ী, যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাত আদায় করতে বাধ্য, তার পরিবর্তে তার জন্য যোহরের নামায পড়া জায়েয নয়, যদিও সেখানে চল্লিশের কম লোক উপস্থিত থাকে। আর আল্লাহই সকল শক্তির উৎস। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের প্রতি বরকত বর্ষণ করুন এবং তাদেরকে শান্তি দান করুন।" আরও জানতে, অনুগ্রহ করে এই বিভাগটি দেখুন: জুমু'আর সালাত।[৬]

জুমু'আর খুতবা মনোযোগ সহকারে শোনার ফজিলত[৭]

জুমু'আর সালাতের পূর্বে খতিবের কথা বা খুতবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা একটি বাধ্যবাধকতা। মুসলমানদের জন্য এ বিষয়ে উদাসীন হওয়া এবং খুতবা উপেক্ষা করা, বা কথা বলা বৈধ নয়। খুতবা মনোযোগ সহকারে শোনার ফজিলত সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে:

১: এক জুম'আ থেকে আরেক জুমু'আর মধ্যে কৃত গুনাহের কাফফারা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি গোসল করে, অতঃপর জুমু'আতে আসে এবং তার জন্য যা ফরজ করা হয়েছে তা আদায় করে, অতঃপর খুতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনে। অতঃপর তার (ইমাম) সাথে সালাত আদায় করে, তার গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে, এই জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং আরও তিন দিন। (মুসলিম ৮৫৭ এবং ইমাম বুখারী ৮৮৩)

সালমান আল-ফারসী ﷺ থেকে অনুরূপ একটি প্রতিবেদন বর্ণনা করেছেন।

২: মসজিদে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে তার জন্য এক বছরের সিয়াম ও কিয়ামের সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। আওস ইবন আওস ﷺ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন মাথা ও শরীর ধৌত (গোসল) করে, অতঃপর তাড়াতাড়ি রওনা

৬ https://islamqa.info/en/categories/topics/৯১/friday-prayers

৭ https://islamqa.info/en/answers/৮৯৫৭৫/the-virtue-of-listening-attentively-to-the-jumuah-khutbah

হয়, খুতবার শুরুতে উপস্থিত হয়। নিকটবর্তী (ইমামের)হয়, তারপর মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনে, তার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য সে এক বছরের সিয়াম ও কিয়াম এর সওয়াব পাবে।" আল-তিরমিযী (৪৯৬) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হাদিসটির মান হাসান। আল-বায়হাকি আল-সুনান আল-কুবরা (৩/২২৭) এবং আল-আলবানী সহীহ আল-তিরমিযীতে সহীহ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন।

৩: জুমু'আর সালাত পড়ার সওয়াব মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনার উপর নির্ভর করে।

عن أبي هريرة ﷺ عن رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যদি তুমি তোমার সঙ্গীকে একথা বল, "জুমু'আর দিনে যখন ইমাম খুতবা দিচ্ছেন তখন মনযোগ সহকারে শোন", তাহলে তুমি অসাড় কথাবার্তায় লিপ্ত হলে।" [বুখারী (৯৩৪) এবং মুসলিম (৮৫১)।]

৪: যে মনোযোগ সহকারে শুনবে তার জন্য দুই ভাগ সওয়াব রয়েছে। আলী ইবনে আবি তালিব ﷺ কুফায় একটি খুতবা প্রদান করেন এবং তার খুতবায় বলেন: যদি কোন ব্যক্তি এমন জায়গায় বসে যেখানে সে (ইমাম) কে শুনতে ও দেখতে পায় এবং মনোযোগ সহকারে শোনে এবং ফালতু কথাবার্তা বা বকাবকিতে লিপ্ত না হয় তবে তার জন্য দুই ভাগ সওয়াব রয়েছে। যদি সে দূরে থাকে এবং এমন জায়গায় বসে থাকে যেখানে সে শুনতে পায় না কিন্তু সে মনোযোগ সহকারে শোনে এবং ফালতু কথাবার্তা বা বকাবকিতে লিপ্ত না হয়, তবে তার জন্য সওয়াবের একটি অংশ রয়েছে। যদি সে এমন জায়গায় বসে থাকে যেখানে সে শুনতে ও দেখতে পায় কিন্তু সে অলস কথাবার্তা বা বকাঝকা করে এবং মনোযোগ দিয়ে না শোনে, তাহলে তার পাপের এক ভাগ হবে। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি। আবু দাউদ (১০৫১) দ্বারা বর্ণিত এবং আল-আলবানী দ্বারা দাঈফ (দুর্বল) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। আবু উমামাহ থেকে আল-মুজাম আল-কাবীর (৮/১৬৫) এর একটি মারফু' প্রতিবেদনে এবং মুসান্নাফ 'আবদূর-রাজ্জাক (৩/২২৩) এ ইয়াহিয়া ইবনে আবি কাথির থেকে একটি মুরসাল রিপোর্টে অনুরূপ একটি প্রতিবেদন বর্ণিত হয়েছে।[৮]

আসমা উল হুসনা, জুমা'র নামায এবং খুতবার তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের সকলের জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করার কথা আসলে বলে উৎসাহ দিয়ে শেষ করা যাবেনা। অনেক সময়,

৮ https://islamqa.info/en/answers/৪৫৬৫১/is-talking-during-khutbah-permissible

আমরা আসমা উল হুসনা সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের খুব বেশি ব্যস্ততার অজুহাত দেখাই। এমন কি, প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাজ পড়ার বিষয়ে খোঁড়া অজুহাত তৈরি করি। সত্যি কিন্তু তেতো কথা হল, এই সমস্যাটি আমাদের দুর্বল ঈমানের প্রেক্ষাপটে প্রকাশ পায়। তদুপরি শয়তান তথাকথিত কর্পোরেট সংস্কৃতিকে আমাদের ঈমানের ফরয নামাজের মধ্যে বাঁধা হিসেবে দাঁড় করায়! আলহামদুলিল্লাহ, এসবের পরেও আজকাল অনেক মুসলিম ও মুসলিমা, সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে, অন্তত সাপ্তাহিক জুমা'র নামাজ পড়ার আদায় করার চেষ্টা করেন। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

এসব বিষয়ের চিন্তা থেকেই আল্লাহ ﷻ-এর সবচেয়ে সুন্দর নামগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে খাঁটি অথচ সংক্ষিপ্ত জুমু'আর খুতবা করার ধারণাটি এসেছিল। এই ধারণার পিছনে আরও একটি বিশেষ কারণ কাজ করে ছিল। ব্রাজিলে কাজ করার সময় আমি গুরুতর COVID-19 এ আক্রান্ত হয়েছিলাম। রোগের তীব্রতা এমন ছিল যে, আমি প্রায় ১০ দিন কোমায় ছিলাম। আমার পরিবারের সকল সদস্য এবং সহকর্মীরা আমার বেঁচে থাকার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু সবাইকে ভুল প্রমাণ করে মহান আল্লাহ প্রায় তিন সপ্তাহ পর আমাকে শিফা দিলেন। প্রায় তিন মাস পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আমি আবার কাজ শুরু করেছিলাম। তখন, আমার জীবনের দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য আল্লাহ ﷻ এর শোকর জানাতে, তাঁর একজন শোকর গুজার বান্দা হতে আমি জুম'আ খুৎবাকে প্লাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করে আল্লাহ ﷻ এর সুন্দর নামগুলি ছড়িয়ে দেয়ার নিয়ত করেছিলাম। আমি কুর'আনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ আর নগ্নপদ বিশর এর ঘটনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম:

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে: আমিতো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা হামীম আস সাজদা: ৩৩]।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"আর আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, সত্ত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।" [সূরা আরাফ: ১৮০]।

فَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

"অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা।"[সূরা বাকারা: ১৫২]।

বিশর আল হাফি'র ঘটনা

বিশর ইবনে হারেস ﵀ , বিশর আল হাফি বা "নগ্নপদ বিশর" হিসাবে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি নবম শতাব্দীর একজন অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুসলিম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আল্লাহ ﷻ'র নাম লেখা একটি কাগজের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শনের পর তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করেন। ফরিদ উদ্দীন আত্তার, বা নিশাপুরের আত্তার, বিশর এর আলোর পথে ফিরে আসার গল্প বলেছেন। ঘটনাটির সত্যতা ইমাম ইবনে কুদামাহ ﵀ তার কিতাবুত তাওয়াবীনে, ২১০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আল্লাহর নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে তিনি হেদায়েত লাভ করেন। যখন তিনি একটি কাগজের টুকরো রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন যাতে লেখা ছিল, "দয়াময় ও করুণাময় আল্লাহর নামে (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম)," তিনি সাথে সাথে একটি সূক্ষ্ম সুগন্ধি কিনে কাগজটাকে পরিষ্কার করেন। পরে, তিনি কাগজটিকে তার বাসস্থানে একটি সম্মানজনক জায়গায় রেখে দেন। কাগজের টুকরা আর কাগজের টুকরা থাকে না যখন তা আল্লাহ ﷻ'র সুন্দর নাম বহন করে। যদিও আল-হাফি এই ঘটনার আগে উশৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন কিন্তু আল্লাহ ﷻ'র সুন্দর নাম বহন করা সেই কাগজকে সম্মান করার পর তিনি অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করেছিলেন। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হতো যে, তিনি কেন জুতা পরেন না, তিনি বলতেন: "আমার প্রভু আল্লাহ ﷻ আমাকে হেদায়েত করেছেন যখন আমি খালি পায়ে ছিলাম এবং আমি মৃত্যু পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকব।" তিনি হাদিস শেখার জন্য কুফা, বসরা এবং মক্কা ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি হাম্মাদ বিন যায়েদ, আবদুল্লাহ বিন মুবারক, মালিক বিন আনাস এবং আবু বকর আল-আয়্যাশের মতো ব্যক্তিদের কাছ থেকে হাদিস শিখেছিলেন। তিনি ইব্রাহিম বিন সা'দ আল-জুহরি, শারিক বিন আবদুল্লাহ, ফুযাইল বিন আয়ায এবং আলী বিন খুশরামের কাছ থেকেও হাদিস শিখেছিলেন। তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ﵀ এর শিক্ষক ছিলেন। আবু খুযাইমা, যুহাইর বিন হারব, সিরিয়ু সাকতি, আব্বাস বিন আব্দুল আযিম এবং মুহাম্মদ বিন হাতেম সহ অনেকেই তাঁর কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। আর আল্লাহ ﷻ ভালো জানেন।

মূলত, আল আসমা উল হুসনা বইটি লিখার ধারণাটি আসার পিছনে আরও একটি কারণ ছিল এই যে, কমপক্ষে চারটি সুবিধা একত্রিত করে আমার নিজের এবং প্রিয় দ্বীনি বোন ও

ভাইদের সহায়তা করা:

প্রথমটি হল, আল্লাহর নিরানব্বইটি সুন্দর নাম শেখা এবং স্মরণ করা।

দ্বিতীয়ত, জুমু'আর সালাত পড়ার হাসানাহ লাভ করা।

তৃতীয়ত, ইংরেজিভাষী দেশগুলিতে বসবাসকারী আমাদের মুসলিম বাংলাভাষী ভাইদেরকে খুতবা প্রদানে সক্ষম করা, যেখানে আমাদের অনেক অনাবাসী বাংলাদেশী বংশধর বাংলার চেয়ে ইংরেজি বুঝতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে; এবং সবশেষে, সেই দেশগুলিতে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন আল ইসলামে প্রত্যাবর্তনকারী আমাদের ভাই ও বোনদেরকে সঠিক দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে উপকৃত হতে সহায়তা করা।

প্রথমে ধারণা করেছিলাম গোটা বইটি এক খণ্ডে প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু লিখা শুরুর কিছু দিন পরে দেখা গেল যে, বইটির কলেবর প্রায় হাজার পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় সার্বিক বিবেচনায়, এবং বিশেষত সহজে বহন করা তথা পাঠক বান্ধব রাখার নিয়তে বইটি তিন খণ্ডে ভাগ করে সমাপ্ত করা হল। তবে প্রতিটি খণ্ডের প্রথমে মহান আল্লাহ আযযা ওয়া জ্বাল এর সুমহান পরিচয়, এবং তাঁকে স্মরণ এর উপর দুটি খুতবা যুক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ ﷻ এর সন্তুষ্টির নিয়তে করা এই কাজে সরাসরি বা যে কোন উপায়ে যে সকল দ্বীনি বোন এবং ভাইয়েরা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের পুরস্কার মা'বুদের কাছে নিশ্চিত হয়ে রইল। যেমন মহান আল্লাহ কুর'আনে বলেছেন:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ.

"অনন্তর তাদের রাব্ব তাদের জন্য ওটা স্বীকার করলেন এবং বললেন: আমি তোমাদের পুরুষ অথবা নারীর মধ্য হতে কোন কর্মীর কৃতকর্ম ব্যর্থ করবনা, তোমরা পরস্পর এক...।" (সূরা আলে ইমরান ৩:১৯৫)।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে, তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন"। (সূরা আন-নিসা ৪:৪০)।

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ.

"এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট"। [সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৪৭]।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ • وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ

"কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে"। [সূরা যিলযাল ৯৯:৭-৮]।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস! হে পরওয়ারদেগার! শুধু আপনার রাজি-খুশীর নিয়তে করা সামান্য এই কাজ কবুল করুন !

আবু আমনুন সায়্যিদ
ঢাকা, শনিবার
২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৪ জমাদিউস সানি ১৪৪৬ হিজরি
০৭ ডিসেম্বর ২০২৪

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার পরিচয়

Knowing Allah, the Most High

১ম পর্ব - Part I

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ। আসসালাতু আসসালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ!

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন: আযদ শানু'আ গোত্রের দিমাদ[৯] নামের এক ব্যক্তি মক্কায় আগমন করে। সে বাতাস লাগা যাদু-টোনা, বদনযর ইত্যাদির ঝাড়ফুঁক করত। সে মক্কার কাফেরদের বলতে শুনে যে, মুহাম্মাদ ﷺ পাগল। তখন সে বলে, আমি যদি এ লোকটিকে দেখতে পারতাম তাহলে আল্লাহ হয়ত আমার হাতে লোকটিকে নিরাময় করে দিতেন। এরপর দিমাদ মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথে সাক্ষাত করে বলে, মুহাম্মাদ, আমি বদ-বাতাসের ঝাড়ফুঁক করি এবং আল্লাহ আমার হাতে যাকে ইচ্ছা সুস্থ করেন। আমি কি তোমার চিকিৎসা করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বলেন:

Innal Hamda Lillaah. Assalatu Assalamu 'Ala Rasulillaah!

Ibn Abbas ﷺ said: A man named Dimad from the tribe of Azd Shanu'a came to Mecca. He used to blow on the wind and cast spells. He heard the disbelievers of Mecca saying that Muhammad ﷺ was mad. He said, "If I could see this man, Allah would cure him with my hand." Then Dimad met Muhammad ﷺ and said, "O Muhammad, I blow on the wind, and Allah cures whomever He wills with my hand. Shall I treat you?" The Messenger of Allah ﷺ said:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ-

"নিশ্চয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তার প্রশংসা করছি এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তাঁকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারেনা। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাঁকে কেউ হেদায়াত করতে পারেনা। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

৯ খুতবার এই অংশটি আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ﷺ এর বই খুতবাতুল ইসলাম থেকে নেয়া হয়েছে।

"Praise be to Allah, we praise Him and seek His help. He whom Allah guides, none can mislead him. And he whom Allah misleads, none can guide him. And I bear witness that there is no god but Allah, and Muhammad is His servant and His Messenger."

কথাগুলি শুনেই দিমাদ বলেছিল, তুমি কথাগুলি আমাকে আবার শুনাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাগুলি তাকে তিনবার শুনান। তখন সে বলে, আমি গণক, যাদুকর ও কবিদের কথা শুনেছি, কিন্তু কখনও তোমার এ কথাগুলির মত কথা শুনিনি। এগুলি সমুদ্রের গভীরে পৌঁছে গিয়েছে। এরপর সে বলে তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, আমি ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করব। এ কথা বলে সে ইসলাম গ্রহণ করে।[১০]

Hearing these words, Dimad said, "Tell me the words again." The Messenger of Allah ﷺ recited them to him three times. Then he said, "I have heard the words of fortune-tellers, magicians and poets, but I have never heard words like yours. They have reached the depths of the sea." Then he said, "Stretch out your hand, I will take the pledge of Islam." Saying this, he embraced Islam.

আবু মুসা আশ'আরী ﷺ বলেন রাসূল ﷺ আমাদের খুতবাতুল হাজাহ এভাবে শিক্ষা দিতেন:
Abu Musa Ash'ari ﷺ said: The Messenger of Allah ﷺ used to teach us the Khutbat al-Hajah as follows:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-

নিশ্চয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের নফসের অকল্যাণ থেকে এবং আমাদের খারাপ কর্মগুলি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই, এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" রাসূল ﷺ বলতেন: "তুমি যদি তোমার খুতবার সাথে কুর'আনের কয়েকটি আয়াত সংযুক্ত করতে চাও তাহলে বলবেঃ (সূরা আল ইমরানের ১০২ আয়াত, সূরা নিসার ১ আয়াত ও সূরা আহযাবের ৭০-৭১ আয়াত)। এরপর তুমি বলবে, "আম্মা বা'দু" অর্থাৎ

১০ খুতবাতুল ইসলাম, ডঃ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা, ২৯। সহীহ মুসলিম, ২/৫৯৩।

অতঃপর, এরপর তুমি তোমার প্রয়োজন বলবে। ১২

"Praise be to Allah, we praise Him and seek His help and ask His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil of our souls and from our evil deeds. No one can mislead whom Allah guides. And no one can guide whom Allah misleads. And I bear witness that there is no god but Allah, He is One, He has no partner, and I bear witness that Muhammad is His servant and Messenger." The Messenger of Allah ﷺ used to say: "If you want to include some verses of the Qur'an in your sermon, then say: (Surah Al-Imran, verse 102, Surah An-Nisa, verse 1, and Surah Ahzab, verses 70-71). Then you should say, "Amma Ba'du," meaning then, or to proceed, then you should say your need."

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে করা উচিৎ এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।" [সূরা আলে ইমরান: ১০২]।

"O you who believe! Fear Allah (by doing all that He has ordered and by abstaining from all that He has forbidden) as He should be feared. [Obey Him, be thankful to Him, and remember Him always], and die not except in a state of Islam (as Muslims) with complete submission to Allah." [Surah Ale Imran:102; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].[১১]

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে যাঞ্চা কর, এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহই তত্ত্বাবধানকারী।" [সূরা আন নিসা: ১]।

১১ The English translation is taken from "The Noble Quran" translated into the modern English Language by Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan.

"O mankind! Be dutiful to your Lord, Who created you from a single person (Adam), and from him (Adam) He created his wife [Hawwa (Eve)], and from them both He created many men and women and fear Allah through Whom you demand your mutual (rights), and (do not cut the relations of) the wombs (kinship). Surely, Allah is Ever an All-Watcher over you." [Surah An–Nisa: 1; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।" [সূরা আল আহযাব: ৭০-৭১]।

"O you who believe! Keep your duty to Allah and fear Him, and speak (always) the truth. 71. He will direct you to do righteous good deeds and will forgive you your sins. And whosoever obeys Allah and His Messenger ﷺ he has indeed achieved a great achievement (i.e. he will be saved from the Hell-fire and made to enter Paradise)." [Surah Al Ahzab: 70-71; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].

গোটা খুতবাতুল হাজাহ একত্রে –

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا،وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۞ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۞ أما بعد-

আম্মা বা'দ – অতঃপর - To proceed:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার পরিচয়
The Recognition of Allah, Glorified and Exalted

وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞

"আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমত, এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা।"

[সূরা আত তাওবা: ৭২]।

"But the greatest bliss is the Good Pleasure of Allah. That is the supreme success." [Surah At-Tawba: 72; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].

وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۞

"স্মরণ কর, যখন লুকমান উপদেশাচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল: হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করনা। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে চরম যুলম।" [সূরা লুকমান: ১৩]।

"And (remember) when Luqman said to his son when he was advising him: "O my son! Join not in worship others with Allah. Verily! Joining others in worship with Allah is a great Zulm (wrong) indeed." [Surah Lukman: 13; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা তাঁকে পরিচয় করানোর কারণে জ্ঞানী লূকমানের উপর এত সন্তুষ্ট হলেন যে, পবিত্র কুর'আনে একটা সূরা "লুকমান" নামে নাযিল করে দিলেন। সাথে সাথে মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন! আল্লাহু আকবার!

Allah Subhanahu wa Ta'ala was so pleased with the wise Luqman because of the introduction that He revealed an entire Surah in the Holy Qur'an about "Luqman." At the same time, He clearly explained the responsibilities and duties of children towards their parents! Allahu Akbar!

আমরা আজকের খুতবায় শুধু মাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'লার রাজি খুশির উদ্দেশ্যে, মা'বুদের দাসানুদাস হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের মনে প্রাণে চেতনায় আল্লাহ্র পরিচয় জানার

আগ্রহ জাগানোর লক্ষ্যে একটি তথ্যবহুল সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ।

In today's sermon, we will have an informative yet brief discussion, solely for the pleasure of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and to arouse the desire to know the identity of Allah in the hearts and minds of each of us as slaves of the One True God, In sha Allah.

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞

".আর আমার যা কিছু প্রচেষ্টা তা শুধু আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে; আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।।" [সূরা হুদ: ৮৮]।

And my guidance cannot come except from Allah, in Him I trust and unto Him I repent. [Surah Hud: 88; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].

আল্লাহ কে? আল্লাহ কোথায় আছেন/থাকেন? আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান? আমরা আল্লাহ'র সঠিক পরিচয় কেন জানব? The question is: Who is Allah? Where is Allah? Is Allah omnipresent? Why should we know the true identity of Allah?

কবরের তিনটি প্রশ্নের প্রথম প্রশ্ন কি? মান রাব্বুকা? তোমার রব কে? আল্লাহকে না জানলে আমাদের রব কে না চিনলে, তা শিখবো কিভাবে? কোত্থেকে? আন্সার দেব কিভাবে? এখানে আমরা যারা আছি পারবো তো কবরে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে? প্রিয় মুসল্লিগন দয়া করে ভাবুন!

What is the first of the three questions of the grave? Man Rabbuka? Who is your Lord? If we do not know Allah, how can we learn who our Lord is? From where? How to answer? Will we, who are here, be able to answer this question in the grave? Dear devotees, please think!

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আল্লাহ্ তা'আলার বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে সূরা ইখলাস নাযিল হয়।[১২] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল - আল্লাহ তা'আলা কিসের তৈরী, স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জওয়াবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে 'বলুন' শব্দটির মাধ্যমে প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ

১২ তিরমিযী: ৩৩৬৪, মুসনাদে আহমাদ: ৫/১৩৪, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫৪০।

কে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তাকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল। আপনার রব কে? তিনি কেমন? আবার তাকেই হুকুম দেয়া হয়েছিল, প্রশ্নের জবাবে আপনি একথা বলুন। কিন্তু রাসূল ﷺ এর তিরোধানের পর এ সম্বোধনটি প্রত্যেক মুমিনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যে কথা বলার হুকুম দেয়া হয়েছিল এখন সে কথা প্রত্যেক মুমিনকেই বলতে হবে।

It is narrated in various narrations that the polytheists asked the Messenger of Allah about the lineage of Allah, in response to which Surah Ikhlas was revealed. In some narrations, it is narrated that the polytheists further asked - What is Allah made of, gold, silver or something else? The Surah was revealed in response to this. Here, the word ‹Say' is first addressed to the Messenger of Allah. Because he was the one who was asked. Who is your Lord? What is He like? And he was the one who was commanded to answer the question, "Say this." But after the demise of the Messenger of Allah , this address became relevant to every believer. Now every believer must say what the Messenger of Allah ﷻ was commanded to say.

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ (١) ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ (٤)

"সূরা ইখলাসের সরল বাংলা অনুবাদঃ "বল: তিনিই আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়।আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন, এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।"

Say (O Muhammad ﷺ): "He is Allah, (the) One. "Allah-us-Samad (The Self-Sufficient Master, Whom all creatures need, He neither eats nor drinks). "He begets not, nor was He begotten; "And there is none co-equal or comparable unto Him." [Sura Ikhlas; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].

(১) আল্লাহঃ "ইউনিক"/ "অনন্য"; "এক/একক"; (২) তিনি "সর্বশক্তিমান" এবং "পরম করুণাময়"। আল্লাহ "পরাক্রমশালী", "বিশ্বজগতের পালনকর্তা"; "কিছুই তাঁর সদৃশ নয়"

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞

".কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।" [সূরা আশ শুরা: ১১]।

There is nothing like unto Him, and He is the All-Hearer, the All-Seer. [Surah Ash Shurah: 11; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].

আল্লাহ কোথায় আছেন/থাকেন? Where is Allah?

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞

"আল্লাহ, তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?" [সূরা আস-সাজদা: ৪]।

"Allah it is He Who has created the heavens and the earth, and all that is between them in six Days. Then He Istawa (rose over) the Throne (in a manner that suits His Majesty). You (mankind) have none, besides Him, as a Wali (protector or helper etc.) or an intercessor. Will you not then remember (or be admonished)?" [Surah As Sajda: 4; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].

আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান? Is Allah omnipresent?

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۞

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রকৃতি তাকে যে কুমন্ত্রনা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমণী অপেক্ষাও নিকটতর।" [সূরা কাফ: ১৬]।

And indeed We have created man, and We know what his ownself whispers to him. And We are nearer to him than his jugular vein (by Our Knowledge). [Surah (50) Qaf: 16; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].

আল্লাহ শব্দটির উৎপত্তি কোথা থেকে? Where does the word Allah originate from?

ব্যুৎপত্তিগতভাবে (Etymologically), আল্লাহ নামটি সম্ভবত আরবী আল-ইলাহ, বা 'উপাসনার

যোগ্য একমাত্র সত্তা" এর সংকোচন। আল্লাহ্ নাম অনেকে মনে করেন প্রথম দিকের সেমেটিক রচনায় সনাক্ত করা যায় যেখানে God বা ঈশ্বরের জন্য শব্দটি: ইল, এল বা এলোয়াহ ছিল; এল বা এলোয়াহ হিব্রু বাইবেলে (ওল্ড টেস্টামেন্ট) ব্যবহৃত হয়েছিল। আল্লাহ হল 'আল ইলাহ' বুঝানোর জন্য আদর্শ আরবি শব্দ। ঐতিহাসিকভাবে আরবি-ভাষী খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের পাশাপাশি মুসলমানরাও রাসূল ﷺ এর নবুওয়াতের পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ শব্দটির সাথে পরিচিত ছিল।

Etymologically, Allah is likely a contraction of the Arabic al-Ilah, meaning "the only being worthy of worship." Many believe the name Allah is derived from early Semitic writings, where the words for God were il, el, or eloah; el or eloah were used in the Hebrew Bible (Old Testament). Allah is the standard Arabic term for "al-Ilah." Historically, Arabic-speaking Christians, Jews, and Muslims were familiar with the word Allah even before the prophethood of the Prophet Muhammad ﷺ.

আল্লাহ সম্পর্কিত আরও প্রশ্ন - More questions about Allah

অনেকদিন আগে রোমের শাসক মুসলমানদের জন্য তিনটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে একজন রাষ্ট্রদূতকে বাগদাদে প্রেরণ করলেন।[১৩] এই দূত শহরে পৌঁছে খলিফাকে জানিয়েছিল যে, তার তিনটি প্রশ্ন রয়েছে, যার উত্তর দেওয়ার জন্য তিনি মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করছেন। খলিফা শহরের সমস্ত আলেমকে একত্রিত করলেন এবং রোমান বার্তাবাহক একটি উঁচু মঞ্চে উঠে বলল: আমি তিনটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। যদি আপনারা তাদের জবাব দেন, তবে আমি রোমের সম্রাটের কাছ থেকে যে পরিমাণ ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছি তা আপনাদের জন্য রেখে যাব:

১। আল্লাহর আগে কী ছিল?
২। আল্লাহ কোন দিকে মুখ করে আছেন?
৩। আল্লাহ এই মুহূর্তে কী নিয়ে ব্যস্ত?

সে দিনের সে বিশাল সমাবেশ নীরব ছিল। (উপস্থিত মুসলিমগণ! আপনারা কি এই প্রশ্নগুলির উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেন?)

১৩ [ইমাম মুওয়াফ্ফাক ইবনে আহমদ আল-মাক্কী (ওফাত: ৫৬৮ হিজরি) রচিত মানাকিব আবি হানিফাহ গ্রন্থ থেকে ইংরেজিতে রূপান্তরিত। দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত, ১৯৮১/১৪০১ হিজরি।

Long ago, the Roman ruler sent an ambassador to Baghdad with three challenges for the Muslims.[১৪] When the ambassador arrived in the city, he informed the Caliph that he had three questions to which he challenged the Muslims to answer. The Caliph gathered all the scholars of the city, and the Roman messenger stood on a high platform and said: I have brought you three questions. If you answer them, I will leave you the wealth I brought from the Roman king:

- What was before Allah?
- Which way is Allah facing?
- What is Allah busy with at this moment?

The large gathering that day was silent. (Muslims present! Can you think of the answers to these questions?)

শুনুন: আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযাত যথার্থ বলেছেন:

Listen: Allah, the Lord of Glory, has said the truth:

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞

"তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনা। আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।" [সূরা আল হাজ্জ: ৭৪]।

They have not estimated Allah His Rightful Estimate; Verily, Allah is All-Strong, All-Mighty. [Surah Al - Hajj: 74; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۞

"কোন মানব-দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারেনা, অথচ তিনি সকল কিছুই দেখতে পান এবং তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।" [সূরা আল আন'আম: ১০৩]।

No vision can grasp Him, but His Grasp is over all vision. He is the Most Subtle and Courteous, Well-Acquainted with all things. [Surah Al – An'am 103; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].

১৪ [Adapted into English from "Manâqib Abî Hanîfah" written by Imâm Muwaffaq Ibn Ahmad al- Makki (d. ৫৬৮ Hijri). Dar al – Kitâb al-'Arabiy, Beirut, ১৪০১/১৯৮১H.]

উপস্থিত সকলের নীরবতা দেখে সে সমাবেশে এক ইয়াং ম্যান ছিলেন যিনি তার বাবাকে বলেছিলেন: "হে আমার প্রিয় বাবা! আমি তাকে উত্তর দেব এবং তাকে চুপ করিয়ে দেব! আমাকে উত্তর দেবার জন্য খলিফার অনুমতি দেয়া হোক।" খলিফার অনুমতি নিয়ে সে যুবক সেই রোমান দুতকে সত্যি সত্যি চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই যুবক পরবর্তীতে ইমামে আযম বা ইমাম আবু হানিফা হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন!

Seeing the silence of all present, a young man in that gathering said to his father: "O my dear father! I will answer him and silence him! Let the Caliph permit me to answer." The young man silenced the Roman envoy with the Caliph's permission. That young man became renowned worldwide as Imam al-Azam, also known as Imam Abu Hanifa. May Allah have Mercy on him!

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।" **[সূরা আল হাদীদ: ৩]**

He is the First (nothing is before Him) and the Last (nothing is after Him), the Most High (nothing is above Him) and the Most Near (nothing is nearer than Him). And He is the All-Knower of every thing. [Surah Al – Hadeed: 3; Translation: Al-Hilali & Muhsin Khan].

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِیْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّیٌّ یُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَیْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِیَّةٍ وَّلَا غَرْبِیَّةٍ ۙ یَّكَادُ زَیْتُهَا یُضِیْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰی
نُوْرٍ ؕ یَهْدِی اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَیَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝

"আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ; প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পুতঃপবিত্র যাইতূন বৃক্ষের তেল দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতিচ্যেরও নয়, আগুন ওকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে; আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" **[সূরা আন নূর: ৩৫]।**